SKBU JOURNAL OF PHILOSOPHY
PEER REVIEWED

ধর্ম, ধর্মনীতি ও কর্তব্যকর্ম : অক্ষয় কুমার দত্তের দর্শনালোকে একটি পর্যালোচনা

সঙ্গীতা পাল

সারসংক্ষেপ

ধর্ম' শব্দটির বিভিন্ন অর্থকে কেন্দ্র করে বিদ্বৎজনদের (বা দার্শনিক) মধ্যে মত পার্থক্য রয়েছে। 'ধর্ম'কে যেমন রিলিজন (religion) অর্থে গ্রহণ করা হয়, তেমনই কখনও গুণ পদার্থ হিসাবে বা কখনও কর্তব্যকর্ম অর্থে গ্রহণ করা হয়। পাশ্চাত্যে 'ধর্ম'কে নীতিতত্ত্ব থেকে আলাদাভাবে আলোচনা করা হলেও ভারতীয় দর্শনে তাকে নৈতিক পরিসরের আওতায় নিয়ে আসা হয়। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি দার্শনিকরাও তাদের দর্শনতত্ত্বে ধর্মের আলোচনাকে বিশেষ স্থান দিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অক্ষয় কুমার দত্ত প্রমুখ বাঙালি দার্শনিকগণ এঁদের মধ্যে অন্যতম। বর্তমান প্রবন্ধটিতে ধর্মবিষয়ে অক্ষয় কুমার দত্তের চিন্তাভাবনাকে উপস্থাপন করা হয়েছে। 'ধর্ম' বলতে তিনি কি বুঝিয়েছেন? অর্থাৎ 'ধর্ম'কে তিনি কোন্ অর্থে গ্রহণ করেছেন? -উক্তপ্রশ্নের উত্তরানুসন্ধানের উদ্দেশ্যে নিবন্ধটি রচিত। এখানে অক্ষয় কুমার দত্ত প্রণীত 'ধর্ম্মনীতি' গ্রন্থটিকেই মূলগ্রন্থ হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। নিবন্ধের শুরুতে ভূমিকা, গবেষণা সমস্যা ও গবেষণা পদ্ধতি উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে 'ধর্ম্মনীতি' গ্রন্থটি অনুসরণ করে লেখকের ধর্মের স্বরূপ বিষয়ক চিন্তাধারাকে পর্যালোচনা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে কি কি সম্ভাব্য সমস্যা উত্থাপিত হতে পারেএবং লেখক কীভাবে তার সমধান দিয়েছেন সেগুলিও যৌক্তিকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রবন্ধের তৃতীয়াংশে কর্তব্যবিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কারণ, 'ধর্ম্মনীতি' গ্রন্থে লেখক ধর্মের স্বরূপ ব্যাখ্যার পর গ্রন্থের ৫ভাগের ৪ভাগ অংশে কর্তব্যকর্মের প্রাসঙ্গিকতা, তার প্রকার বিষয়ে বিশদে আলোচনা করেছেন। নিবন্ধের শেষাংশটি আমার সিদ্ধান্ত। এখানে পূর্বোক্ত প্রশ্নটির আমি একটি গ্রহণযোগ্য উত্তর প্রদানে সচেষ্ট হয়েছি।

সূচক শব্দ: ধর্ম, ধর্মনীতি, ধর্মপ্রবৃত্তি, নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি, কর্তব্যকর্ম